# পুনর্ণবা

অজিত দত্ত

BANGLADARSHAN.COM

# শীলাভট্টারিকা

রেবাতটে, বেতসের কুঞ্জছায়া শীতল যেথায়,
সভয়ে সলজ্জপদে পৃথিবীর আঁখি এড়াইয়া
আসন্ন আসঙ্গ-আশা-আশঙ্কায় দুরুদুরু হিয়া
আসিল কুমারী কন্যা পরীর মতন লঘু পায়।
যেথায় কৌমারহর মৃদু পদধ্বনি প্রতীক্ষায়
জাগিতেছে উৎকণ্ঠিত রজনীর প্রহর গণিয়া
সেথা সে থামিল আসি, তারপর রজনী মথিয়া
অপূর্ব দেহের সুধা আস্বাদিল বসন্ত ক্ষপায়।

সে-মুহূর্তে রেবাতটে বেতসের শান্ত কুঞ্জতটে
পুঞ্জিত আনন্দ আসি থেমে গেল স্তম্ভিত চরণ,
বেতসের কুঞ্জ হ'তে ফিরে যায় ছায়া দুটি কার!
আবার চৈত্রের জ্যোৎস্না নামে দম্পতির শয্যাপটে
বাতাসে খুলিয়া যায় শিয়রের রুদ্ধ বাতায়ন,–
মনের সমুদ্র শুধু স্পন্দহীন শীতল তুষার॥

২১ এপ্রিল ১৯৩৩

BANGLADARSHAN.COM

# সাঁওতালি মেয়েরা

সাঁওতালি মেয়েরা বনের পথে
নেচে নেচে চলে যেন হরিণ-ছানা,
সাঁওতালি মেয়েরা কোন্ জগতে
ভেসে চলে যেতে চায় নেই ঠিকানা।
চুলে তারা গোঁজে ফুল, হাসে খিল্‌খিল্,
শুক্‌নো পাতার পথে চলে খুশিতে,
মহুয়া বনের সাথে কী ওদের মিল!
বনের পরীরা যেন ওদের মিতে।

সাঁওতালি মেয়েরা বনের হাওয়ায়
উড়ে উড়ে চলে যেন বনের পাখি,
রোদ্দুরে, কখনো বা শালের ছায়ায়,
কখনো বলাকা যেন, কভু একাকী।
কখনো আমার মনে করে তারা ভিড়,
আবার কখনো আসে পা টিপে একা,
সাঁওতালি মেয়েরা কী যে অস্থির!
মনের খাতায় তাই যায় না লেখা॥

১৯৪১

BANGLADARSHAN.COM

# ইতিহাস

গহীন নিশ্ছিদ্র অরণ্যেরো পরপারে আছে পথ,
আছে পর্ণকুটীরের চুম্বন-সম্বল ভালোবাসা,
দুর্বল মুহূর্ত শেষে তাই মনে বলিষ্ঠ দুরাশা,
কামচারী দুর্নিবার তাই আজও কল্পনার রথ।
একদা যে স্বেচ্ছাঋণে বদ্ধ হয়ে করেছি শপথ
লিখে যাবো হৃদয়ের ইতিহাস—তৃপ্তি ও পিপাসা,
আশা জাগে হয়তো বা সে দুর্লভ দুষ্প্রকাশ ভাষা
কোনোদিন লেখনীতে ধরা দেবে প্রেমাস্পদাবৎ।

হৃদয়ের ইতিবৃত্ত! বোধাতীত, পরিবর্তমান!
যার হাতে হাত দিয়ে লঙ্ঘেছি দুর্গম, দীর্ঘ আয়ু
আমার সত্তার মাঝে সে তো আজ ওতপ্রোত মাখা,
সহস্রের আত্মা আজ আমারে যে শোনায় আহ্বান,
প্রাণ তাই বলোড্ডীন, সদ্যোজাত যেন সে জটায়ু,
চলেছি সম্মুখে শুধু এইমাত্র ইতিবৃত্ত রাখা॥

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

BANGLADARSHAN.COM

# কাঠ

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ–
স্তম্ভিত অরণ্য স্তব্ধ!

অশ্বত্থ শাল্মলী ন্যগ্রোধ মহীয়ান্
লুণ্ঠিত গর্বিত-শির,
স্বর্গস্পর্শী প্রায় শক্তির অভিমান
হৃত আজ বনস্পতির।

শতাব্দী চেষ্টায় কৃষ্ণপক্ষ ’পর
দ্বিতীয় পৃথ্বী গড়ি’ মর্ত্যে
মানব-অবজ্ঞাত বিচিত্র সুন্দর
শ্বাপদ যে পালে পরিবর্তে,
বন-শরশয্যায় সেই বন-ভীষ্মের
অপূর্ব এ আত্মদান,
স্বার্থপরের হীন সংগ্রামে বিশ্বের
মহত্ত্ব লুণ্ঠিত-মান।
ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ–
বিস্মিত অরণ্য স্তব্ধ!

অন্যায় যুদ্ধের অন্তিম হত্যা কি
মহতের গর্বিত আত্মার?
মুক্তির রাজ্য কি বিন্দু রবে না বাকি
হিংসার পথে জয়যাত্রার?
আম্র-তমাল-ছায়া প্রসুপ্ত বনচর
ব্যাঘ্র-বরাহ গজরাজ,
পশুপতি সিংহ ও ভল্লুক অজগর
পরাস্ত হিংসায় আজ।

লাঞ্ছিত স্বাধীনতা, ভগ্ন শূন্য নীড়,
সৌন্দর্যের অবসান,

BANGLADARSHAN.COM

স্রষ্টা আত্মদাতা মহীরুহ দধীচির
লৌহ-দানব হরে মান।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ–
শঙ্কিত অরণ্য স্তব্ধ॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

BANGLADARSHAN.COM

# আশা

একদিন মনে হয়েছিল বুঝি নীলে ও শ্যামলে
আমার সত্তারে গ্রাসি' মনের ঘটাবে পরাজয়,
বুঝি পথপ্রান্তে শুয়ে ক্লান্ত আত্মা স্বপ্নের আশ্রয়
বেছে নেবে চিরতরে চন্দ্রমার জাদুর কৌশলে।
প্রেমের মর্যাদা বুঝি দুর্বল মনের অন্তস্তলে
সুদূর পূজায় মাত্র কোনোদিন হবে অপচয়,
মনে হয়েছিল বুঝি মহাকাল-অধীন হৃদয়,
আত্মা বুঝি বয়সের ন্যুব্জতারে অনুকারি' চলে!

সবি ভুল! আজো আমি সুস্থ-আত্মা বলিষ্ঠ চরণ,
এখনো নামেনি মাথা মেরুদণ্ড বেঁকেনি এখনো
মনের মঞ্জুষা আজো দস্যু হ'তে রেখেছি বাঁচায়ে,
শিখেছি পথের বার্তা রৌদ্রে ঝড়ে কভু আম্রছায়ে,
সূর্য যেন কাছে আজ, চিনি যেন শর্বরীর মনও,
সম্মুখে উত্তুঙ্গ আশা, জানি হবে সম্পূর্ণ পূরণ॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

BANGLADARSHAN.COM

# বিশ্রাম

সহস্র সহস্র জন্ম চলে গেল। শতাব্দীর পর
এলো মহা-মন্বন্তর, সে তো আজ হল কত কাল!
কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, পলাশীর রক্তের অক্ষর
জলের লেখার মতো মুছে গেল। স্মৃতির জঞ্জাল
দূর হোক্ চিত্ত হ'তে, অতীতের মিথ্যা ইন্দ্রজাল
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে এসো, এইখানে বাঁধি পুনঃ ঘর।
এ-মুহূর্তে ভু'লে যাও তুমি আর আমি জাতিস্মর–
চেয়ে দ্যাখো, সূর্য আনো নবজন্মে নতুন সকাল।

ঊনবিংশ অক্ষৌহিণী শবদেহ অতিক্রম করি'
রক্তাক্ত চরণ, এসো, মেলে দিই হিমসিক্ত ঘাসে,
লক্ষ বর্ষ পরে যেন, এসো করি কুসুম চয়ন।
আবার নয়নে ঊষা, জ্যোতিকেশা কন্যা বিভাবরী,
পরিস্নাত হয়ে এসো, অনন্ত পথের এক পাশে
অফুরন্ত জীবনের একখণ্ড করি আহরণ॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

BANGLADARSHAN.COM

# উত্তরণ

ভেজা ঘাসে পা ফেলে কেবলি
মেঠো পথে বনপথে চলি।

অধমর্ণ বালির প্রতাপ
ঋণলব্ধ শক্তির নেশায়
যে-পথে হেনেছে অভিশাপ
সে-পথ পশ্চাতে লুপ্তপ্রায়।
গ্রীষ্মস্পর্শ জাগরূক মনে
সৌরভের নতুন আহ্বান,
বিষাক্ত নির্মোক-মুক্ত মনে
আবার প্রাণের জয়গান।

দ্যাখো দ্যাখো ঐ শৈলচূড়ায়
নতুন বরফ গলে,
আস্‌বে সে-স্রোত এই মাঠটায়
উষর এ-অঞ্চলে।
স্নানে পানে আর ফসলে আবার
তৃপ্তির সুস্বাদ,
তীরে তীরে ফের ঘর গড়বার
উদ্বেল সংবাদ।

অন্যায়ের বর্মে ঢাকা স্বার্থটুকু সযত্নে বাঁচাতে
হাস্যকর প্রচেষ্টার পিছে পিছে ছায়াসঙ্গী প্রায়
আসে কাল; বর্মচ্ছেদী সুতীক্ষ্ণ পরশু এক হাতে,
অন্য হাতে স্বর্ণাক্ষর-ইতিবৃত্তে মুক্তির উপায়।
সে-স্বর্গের সিঁড়ি গড়ি’ কল্পান্তের ধ্বংসের কঙ্কালে
উদ্বৃত্ত মানব চলে তথাপি অক্লান্ত অনমিত।
মানুষ মরে না, শুধু কভু রক্তশিখা জ্বলে ভালে,
কখনো চন্দনে স্নিগ্ধ জয়টিকা ললাটে মণ্ডিত॥

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

BANGLADARSHAN.COM

# না-না-না

দস্যি ছেলের দত্যিপনা, আব্দারেদের কান্না–
আর না!
চুপটি করে’ একটু যদি ভাবছি লিখি কাব্য,
হুল্লোড়ে আর চিৎকারে কী সাধ্যি লেখায় নাব্‌বো!
মগজ যেন ভীমরুলি চাক, চক্ষে দেখি শর্সে,
গুণ্ডাগুলোর শয়তানিতে মুণ্ডু ঘোরে জোরসে।
শান্ত মনের দিঘির জলে ঢিল ছুঁড়ে দেয় হরদম,
মনের খাতার লেখার পাতায় ছিটোয় কালো কর্দম।

বিদ্যেবোঝাই ডিগ্রিবীরের নামের লেজুড় গয়না–
সয় না!
বাক্যবীরের তীক্ষ্ণভীষণ মর্মভেদী তর্কে
প্রাণ কেঁপে যায়, বুদ্ধি ঘোলায়, কাব্য পালায় ভড়্কে।
লম্বা কথায় জট্ বাঁধে আর চওড়া কথায় সিন্ধু,
খুশির আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকে, রয় না আলোর বিন্দু।
গ্রন্থকীটে ডিম পেড়ে যায় লক্ষ পুনরুক্তির,
মনের ফোটা ফুলবাগানে লাঙল চালায় যুক্তির।

বুক্‌নি-চটুল চাকরি-সুখীর হাজার টাকা মাইনে–
চাইনে!
দশটা-পাঁচের বন্ধ ডোবায় চোখ-রাঙানির পঙ্কে
বছর বছর শ্যাওলা বাড়ে লক্ষকোটির অঙ্কে,
পানায় ঢাকে জোচ্ছনা-রোদ, মন খাবি খায় বন্দী,
পয়সা গুনে’ কাট্‌লে সময় ছন্দে কখন মন দি?
মনের পাখির হাল্কা ডানা চালবাজি আর দম্ভে
যতোই ভারি হয় ক্রমশ ততোই ওড়া কম্‌বে॥

৪ ডিসেম্বর ১৯৪৫

BANGLADARSHAN.COM

# পশ্চাতের আমি

পথের প্রারম্ভ যেথা চক্রবালে অস্পষ্ট রেখায়
পুরোনো পত্রের মতো বিস্মৃতির ধুলায় ধূসর,
মনে হয় চিন্তার সে পরিত্যক্ত দূর দেশান্তর
আজো যেন পিছুটানে আমারে ফিরায়ে নিতে চায়;
তন্দ্রার অলিন্দ হ'তে চেতনারে ডাকে ইসারায়,
দুস্তর যাত্রার পথে ইন্দ্রজালে রচিয়া বাসর
কৈশোরের ভ্রান্তিমূল্যে আমারে লভিতে চায় বর,
পশ্চাতে যা জীবন্মৃত, সম্মুখে সে আসে প্রেতপ্রায়।

একদিন এ-জীবনে সত্য ছিল তুচ্ছের বেসাতি–
স্মৃতির ঐশ্বর্য–তবু বাধা আজ স্বচ্ছন্দ গতির,
নিঃশঙ্ক গৌরবে তাই ছিন্ন করি পূর্ব অঙ্গীকার।
প্রাণের স্রোতের সাথে গতি যার সেই শুধু সাথী,
তুচ্ছ তাই দুঃখ শোক অতীতের সমস্ত ক্ষতির,
সমুদ্র ডেকেছে যারে সম্মুখই শাশ্বত মাত্র তার॥

৩ জানুয়ারী ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# নবজাতক

কালস্রোতে ভেসে গেল জীবনের পুঞ্জিত জঞ্জাল–
স্নেহার্দ্র স্মৃতির তটে লগ্ন ছিল যত মিথ্যা প্রীতি,
সখ্যতার ভাণ আর তারুণ্যের মোহান্ধ স্বীকৃতি
প্রাণের বন্যায় ধুয়ে সবই মুছে নিল মহাকাল।
জীবনের দ্রুতগতি রুদ্ধ ক'রে ছিল যে শৈবাল
যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, জানি এ-ই জীবনের রীতি,
সঞ্চয়ে যা গুরুভার, ত্যাগে নিত্য লঘু ক'রে জিতি,–
প্রাণের আবেগ তাই বাধামুক্ত, শক্তিতে উত্তাল।

অপূর্ব গতির হর্ষ, জন্ম হতে ফিরি জন্মান্তরে
গ্রহ হতে অন্য গ্রহে মেলে দিয়ে দৃষ্টির প্রসার,
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে জাগে অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ।
পথে পথে অভিজ্ঞান রেখে চলি ত্যাগের স্বাক্ষরে,
বর্জনের উপার্জনে পূর্ণ করি পাথের যাত্রার,
বারংবার মৃত্যুরূপে আসে জীবনের আশীর্বাদ॥

৪ জানুয়ারী ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# যাত্রা

আশার কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরের দূর যাত্রী আমি,
দুস্তর প্রস্তর-পথে দুঃসাহসে চলেছি সম্মুখে।
সুলভ ফেনিল মদ্যে এখানে জমে না নেশা বুকে,
খ্যাতির মুদ্রার জানি এ যাত্রায় নেই কোনো দাম-ই,
এ পথে বিদ্রূপরূপে তুষারের স্রোত আসে নামি’
নিবাতে আত্মার তাপ,—নন্দীভৃঙ্গী হাসে সকৌতুকে,
এ যাত্রায় নিদ্রা নেই, তৃপ্তি নেই তুচ্ছতার সুখে,
চতুর বাণিজ্য নেই বঞ্চনার—মহত্ত্বে বেনামি।

অভিযাত্রী সঙ্গী চাই! চিত্ত কার প্রশস্ত নির্ভীক?
অষ্টপণ মূল্যে কেনা মাল্য কারে করে না দুর্বল?
কে আছো সন্ধানী জিষ্ণু?—এসো সাথে, ধরো এসে হাত।
উত্তুঙ্গ সৃষ্টির লক্ষ্য আমাদের ঊর্ধ্বে টেনে নিক,
দুর্বলের লভ্য নয় দেবতাত্মা কীর্তি-হিমাচল,
পিচ্ছিল অন্তর যার এ-যাত্রায় তারি অপঘাত॥

১৫ জানুয়ারী ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# পুনরাগমনী

বিচ্যুত স্বপ্নের ফুল, স্রোতে যত গিয়েছিল ভেসে
আবর্তে হারায়ে পথ আবার এ-ঘাটে লাগে এসে,
কিমাশ্চর্যমতঃপর! তারুণ্যের দুর্দম্য কামনা
ছিল যত ইতস্তত, আজ দেখি ফসলের সোনা
বিক্ষিপ্ত সে বীজ হতে আপনারে করেছে বিস্তার,
উচ্ছৃঙ্খল মন করে জীবনের বশ্যতা স্বীকার
সানন্দে স্বেচ্ছায়। একদিন মনে হয়েছিল বুঝি
নোঙর ছিঁড়েছে নৌকা, অপব্যয়ী যৌবনের পুঁজি
বন্দরের অন্ধকারে পশ্চাতে হয়েছে অপচয়,
হারানো সম্পদ ফিরে কখনো পাবার বুঝি নয়।
আজ দেখি প্রৌঢ়ত্বের গৃহপ্রবেশের শুভক্ষণে,
আবার এসেছে ফিরে যে ঐশ্বর্য ছিলো বিস্মরণে,
অবচেতনায়। তাই অসঙ্কোচে অতিথির ঠাঁই
মনের প্রশস্ত কক্ষে অনায়াসে তৃপ্তিতে জোগাই।

যদিও নতুনরূপে তবু জানি ছদ্মবেশ ফেলে
বিস্মৃত মাধুর্য নিয়ে যৌবনই আবার ফিরে এলে॥

১৯ জানুয়ারী ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# বুড়ির ঝুড়ি

মাথায় নিয়ে বাজে কথার ঝুড়ি
রাস্তা চলে আদ্যিকালের বুড়ি।

সত্যি-যুগের মিথ্যে-যুগের হাল্কা ভারি মিষ্টি,
লম্বা ছোট গল্প যত সব আছে তার লিস্টি।
মনের পথে রাত-বিরেতে সময়-অসময়ে
কাজের ফাঁকে ঘুমের ঘোরে গল্প বেড়ায় বয়ে।
রাশভারি কি হাল্কা মেজাজ, চটুল কিম্বা বাজে,
সবাই শোনে বুড়ির আওয়াজ হঠাৎ মাঝে মাঝে।

সব রকমের গল্প বুড়ি ভর্তি রাখে ঝুড়ি
যখন তখন গল্প বিলোয় দু'দশ হাজার কুড়ি।
ছোট্ট ছেলের পছন্দসই মিষ্টি-মাখা গল্প,
পণ্ডিতেরও মনের মতো হরেক পুরাকল্প,
একটু বড়োর স্বপ্ন-মাফিক গল্প অসম্ভাব্য,
তরুণ জনের ফরমাশি সে গল্প তো নয় কাব্য,
চিন্তাশীলের গল্প আছে তত্ত্ব কথায় পূরতি,
হাল্কা-কথার খরিদ্দারের গল্পে গাঁথা ফুর্তি,
যার যেমনই পছন্দ আর যার যতটা চাই
আদ্যিকালের বুড়ির কাছে মিলবে হামেশাই।

বিলোয় বুড়ি গল্প-গাথা গঙ্গা থেকে কঙ্গো,
হাজার ছাঁদের গল্প রে তার, লক্ষ তাদের রঙ্গ।
কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাখে মনের ঝাঁপি ভর্তি,
কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয় ঝড়্তি পড়্তি,
কেউ বা করে গল্প-বিলাস, গল্প লেখে অন্যে,
বুড়ির ঝুড়ি ভর্তি তবু ভবিষ্যতের জন্যে॥

জানুয়ারী ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# গণ্ডি

মানুষের আশা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার হত্যাযজ্ঞ শেষে
রক্ত-কলঙ্কিত হাতে রাজদণ্ডে জন্মে অধিকার,
অশ্বমেধ-নরমেধ রাজপুণ্যে তুল্য অংশীদার,
কঙ্কালের সিংহাসনে রাজত্বের ভিত্তি দেশে দেশে।
চেঙ্গিজ-তৈমুর আত্মা চিরন্তন বেতালের বেশে
প্রেতমন্ত্রে বেঁচে হয় বিক্রমের স্কন্ধে গুরুভার;
গৌরব সমুচ্চ তত, যত সাজ্ঘাতিক হাতিয়ার,
লক্ষগুণ শাস্তি তার, যেটুকু সান্ত্বনা ভালোবেসে।

সংসার-সম্রাট তাই রাজস্বের নামে মেলে হাত,
শাসনে পেষণে দায়ে, আত্মার সর্বস্ব চায় কর,
জীবনের ঊনশত অংশ দিই শতাংশ বাঁচাতে,–
সেই ক্ষুদ্র অবকাশ-বাতায়নে শর্বরীর সাথে
অভিসারে আসে প্রেম পূর্ণ ক’রে ক্ষুদ্র অবসর,
সংসারের দিগ্বিজয়ী রথচক্র থামে অকস্মাৎ॥

৩১ মার্চ ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# সাপ

উজ্জ্বল, চিক্কণ, ক্ষিপ্র, লীলায়িত বিচিত্র জীবন
বিবরের অন্ধকারে খোঁজে পলায়ন।
বিশ্বের প্রথমজাত, ভবিষ্যের বিষাক্ত সন্তাপ,
পুরাণে অনন্তরূপী সাপ।

অমোঘ মৃত্যুর মতো ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়
কঠিন করাত-দন্ত যন্ত্রের নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়;
রাজধানী হ'তে ক্রমে শহরে পত্তনে
গঞ্জে ও বন্দরে হিংস্র বিতাড়ন মন্ত্র তারা শোনে।
খনিত্রে নিকুঞ্জ ধূলিসাৎ,
দুর্বাশ্যাম প্রান্তরের অন্তঃপুরে কে হানে আঘাত?
শেষ জাত মানুষ সন্তান
নিশ্ছিদ্র প্রস্তরে গড়ে সভ্যতার অলীক সোপান।

BANGLADARSHAN.COM

অরণ্যের মুক্তরাজ্যে শুষ্কপত্র আস্তীর্ণ নির্জনে
বর্ণের আলিম্প করি' পরিবর্তমান ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির শাসন মানি প্রজননে গ্রাসে,
স্বধর্মে যে ছিল প্রাণোল্লাসে–
ক্রমশ বিলুপ্ত তার স্বাধীন নিঃশ্বাস,
নিয়ত আক্রান্ত–তবু আয়ুর প্রয়াস
প্রতিহিংসা খোঁজে বুঝি বিষে–
বিজিতের প্রতিশোধ তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র দংশনে নিমিষে।

যেন রৌদ্র আর ছায়া, বিদ্যুতে ও জলধরে গড়ি'
কৃষ্ণ পীত স্বর্ণবর্ণে পৃথিবীর প্রথম কবরী
হয়েছিল মণ্ডিত কখনো,
তারপর ফুরাল কি বাসুকির শেষ প্রয়োজনও?
ধরিত্রীর মাতৃক্রোড় হতে ক্রমে বঞ্চিত যাত্রার
কুটিল সর্পিল চিহ্ন অন্তরের উত্তরাধিকার
মানুষেরে দানপত্র করি'

ধরণী-ধারণ-ফণা রসাতলে খোঁজে বিভাবরী।
ত্রাসদন্তে কনিষ্ঠের চরিত্রের লয়ে সব পাপ
মৃত্যু-পথে অগ্রগণ্য সাপ।

উদ্ধত উদ্যত-ফণা, নির্বিষ সমাজ রক্ষা করি'
বিষদন্ত একাগ্নীতে, গর্বোন্নত, জাতির-প্রহরী
আজো কালান্তক বিষধর
দেহরজ্জু দিয়া বাঁধে জীবনের ভঙ্গুর নিগড়।
তবু কোথা পরিত্রাণ? আগত মানুষ জন্মেজয়;–
সভ্যতার সর্পযজ্ঞে খসে' পড়ে নাগের বলয়
পৃথিবীর বাহুমূল হ'তে,
রাজ্যগর্বী বিষকুম্ভ দীপ্তি পায় যজ্ঞের আলোতে।
প্রতিহিংস্র দুর্বলের লুক্কায়িত তীব্র অভিশাপ
মানবের অন্তেবাসী সাপ॥

জুলাই ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# ছুটি

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
আকাশের আহ্বানের থেকে–
চাঁদের জাদুর থেকে কখনো দু'হাতে চোখ ঢেকে
সামান্যের বনচ্ছায়ে নিজেরে লুকাই।
মনে হয়, এই জীবনের খেলাঘরে
ধুলো-বালি-কাঁকরের মলিন অক্ষরে
সহজে বোঝার মতো, সহজে মোছার মতো
হিজিবিজি লিখে
ঢেকে রাখি চেতনার অতল খনি-কে।
মনে হয়, অন্ধকারে ঘুরি,
মনের সূর্যের সাথে
প্রাণের তারার সাথে
খেলি লুকোচুরি।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
সীমাহীন কল্পনার থেকে
আকাশে উড়ন্ত যতো
চিন্তাকে সুদূরে ফেলে রেখে
জীবনের ক্ষীণ সুতো দু'হাতে গুটাই।

সহজ কথার আর সহজ কাজের জাল বুনে
কখনো নিশ্চিন্ত সুখে
স্মৃতির জমানো কড়ি গুণে–
ইচ্ছা হয়
আয়ুর এ ছোট ঘরে সংসার সাজাতে,
মনে হয় ভেসে যাই
অর্বুদ ঢেউয়ের সাথে সাথে।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
অনন্তের বন্ধনের থেকে–

তৃপ্তিহীন দুরাশার অগ্নিবর্ণে গিরিভস্ম মেখে
নিজের সত্তার সব ঐশ্বর্যের দাম ভুলে যাই।
আত্মাকে আড়ালে রেখে,
কর্মের নিশ্ছিদ্র বিস্মৃতিতে
কর্তব্যের জনারণ্যে লতাগুল্মে চাই মিশে দিতে
আমার আমি-রে।
সুখে-ঘেরা অবসর খুঁজে ফিরি,
লুপ্তির তিমিরে।
সন্তোষের কপট নিদ্রায়
প্রাণের সখারে করি অপমান বৃথা ছলনায়।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই–
হে অসীম, বিচিত্র, শূন্যতা!
প্রাণের সারথি! দূর দিনান্তের অদৃষ্ট আঁধারে
অবিরাম যাত্রা শেষে
কতদূরে
ছুটি মোর কথা?

জুলাই ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# খেয়া

মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে প্রাণের পদ্মায়,
দুরন্ত আবেগ আনে উন্মাদনা উত্তাল ঊর্মির,
উচ্ছ্বাসের অন্যতটে সমধর্মা হৃদয়ের ভিড়,
ব্যাকুল আগ্রহে যেন আমারি আত্মার সঙ্গ চায়।
হৃদয়ের গতিবেগ প্রসারে উল্লাসে তীব্রতায়
সহস্র চিত্তের সাথে ব্যবধান রচে সুগভীর,
এ-তটে যে-অনুভূতি হৃদয়ের সঙ্গম-অধীর
দুঃসাহসে করি তারে উত্তরণ দুর্বল ভাষায়।

জীবনের অনুগ্রহে যতটুকু সম্পদ কুড়াই
আত্মায় আত্মায় করি নিবেদন ক্ষুদ্র সে সঞ্চয়,
ভাষার সঙ্কীর্ণ জীর্ণ তরী বেয়ে করি পারাপার।
উদ্বেল উচ্ছ্বাস-বন্যা উত্তরিতে ক্ষুদ্র ডিঙি বাই,
যেটুকু বিলাতে পারি প্রাণে প্রাণে সেটুকু অক্ষয়,
শুধু জানি এ-ডিঙায় ধরে না তো যেটুকু দেবার॥

মার্চ ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# যুধিষ্ঠির

দ্রৌপদী

প্রণিপাত আর্যপুত্র। আপনার ক্ষাত্রধর্মে আজ
ধর্মাশ্রয়ী তুমি। আজ তুমি দুর্জয় পাঞ্চাল-রাজ–
দুহিতার যোগ্য ভর্তা। ন্যায্য যেই রাজ-সিংহাসন
তার অধিকার তরে সপ্ত অক্ষৌহিণী দিতে রণ
তোমার পতাকা তলে সমবেত। তুমি নেতা, রাজা,
আজিকে উদ্বুদ্ধ তুমি অন্যায়ের দিতে যোগ্য সাজা
অস্ত্রের দুর্জনবোধ্য সহজ ভাষায়।

যুধিষ্ঠির

–নহেক সহজ
প্রিয়তমে! দুর্জন বোঝে না কোনো ভাষা।

অর্জুন

হে অগ্রজ,
নিবেদন করি পদে–যে দুর্জন, সে বোঝে কেবলি
শক্তির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এ জগতে যারা বলী
দুর্বলেরে নিত্য করে অপমান নিঃশঙ্ক-নির্দয়
কুতূহলে। কিন্তু যদি যুযুৎসু নির্ভয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়,
শক্তিমদমত্ত পাপী পরিত্রাণ খোঁজে বন্ধুতায়
সন্ধিব কৌশলে। আর্য, বারংবার এ জীবনে তার
পেয়েছি নির্মম শিক্ষা। জননীর পূজা-উপচার
সম্পূর্ণ করেছি যবে স্বর্ণ-পুষ্প করিয়া লুণ্ঠন
কুবের ভাণ্ডার হ'তে, শক্তিহীন বিরাট গোধন
যেদিন করেছি রক্ষা দস্যুতার থেকে। মনে পড়ে
দ্যূতসত্যে বদ্ধ করি পাণ্ডবেরে পূর্ণ সভাঘরে
পাঞ্চালীর অপমান, শৃঙ্খলিত সিংহ লয়ে যথা
কাপুরুষ করে উৎপীড়ন। মনে পড়ে মর্মাহতা
দ্রৌপদীর আর্ত হাহাকারে রোষোন্মত্ত ভীম বীর
দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিল যেই ক্ষণে ভীষণ গম্ভীর

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিহিংসা প্রতিজ্ঞার বাণী, সে মুহূর্তে হীনপ্রাণ
দুঃশাসন প্রাণভয়ে পাঞ্চালীরে ক’রে মুক্তিদান
ভীমের প্রতিজ্ঞা হতে খুঁজেছিল নিষ্কৃতির পথ।

দ্রৌপদী

কী লজ্জা! কী অপমান!

যুধিষ্ঠির

ভয়ঙ্কর ভীমের শপথ
দুঃশাসনে পারে না গড়িতে সুশাসনরূপে। ধনঞ্জয়,
আপন শক্তিতে তুমি আপনার রচিয়া আশ্রয়
যদি মনে ভেবে থাকো পাপ শুধু প্রতিরোধনীয়
স্বার্থে আপনার, ভুল শিক্ষা ভুল ধর্ম তবে! প্রিয়,
পাঞ্চালীর লজ্জা অপমান, শুধু নহে পাঞ্চালীর।
যে-পারে পাণ্ডব-বধূ নির্যাতিতে দুর্বলের স্ত্রীর
কোথায় ভরসা তার হাতে? যে পারে অপেক্ষাকৃত
শক্তিহীন বিরাটের সম্পত্তি হরিতে, গৃধ্নু তা-বিকৃত
চিত্তে তার প্রজার রক্ষণ চিন্তা কোথা পাবে স্থান?
পাঞ্চালীর বিরাটের কুন্তী জননীর অপমান
পাণ্ডবের অপমান নহে, সে-যে এ বিশ্বের দুর্দশার
শোচনীয় প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। কৌরবেরে বারংবার
যে-শিক্ষা দিয়েছে পার্থ, শক্তির সে প্রাঞ্জল ভাষা কি
বুঝেছে কৌরব?

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন

কিন্তু, অন্য আর কোন পন্থা বাকি
আছে এ জগতে, যার অস্ত্রহীন নিষ্ক্রিয় প্রতাপে
অবিচার শান্ত হবে? বিকট, সন্ত্রাসী মহাপাপে
ফুটিবে পুণ্যের পদ্ম?

যুধিষ্ঠির

আছে বটে। পার্থ, নীলাকাশে
যে করে তোমর ক্ষেপ, মূর্খ সে; অস্ত্র যে ফিরে আসে
তারি দিকে পুনঃ। পর্বতে যে করে মুষ্ট্যাঘাত সে তো

নিজেরি বেদনা ডেকে আনে। সারা পৃথ্বীময় এতো
হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর পীড়নেরে অতিক্রমি’ তবু
আত্মার দৃঢ়তা বড়ো। কিরাতের বেশে শম্ভু প্রভু
তোমার অক্ষয় তূণ ব্যর্থ করেছিল বিনিঃশেষে
বিনা প্রতিঘাতে। যাঁর নিমেষের ইঙ্গিত-আদেশে
ত্রিলোক বিলয় হয়, তাঁর অস্ত্র বিঁধেছে কি বুকে
সে দ্বৈত সংগ্রামে?

অর্জুন

নহে আর্য!

যুধিষ্ঠির

তবু সে অদ্ভুত রণে
পরাজিত দম্ভ তব খণ্ড হয়েছিল সেই ক্ষণে।
আঘাত যে নিতে পারে অকুতোশঙ্কায়, অকাতরে,
জয় তারি।

দ্রৌপদী

ভুল, ভুল! আঘাতের নিষ্ঠুর হননে
বিক্ষত পাণ্ডব আত্মা; ক্ষত ক্লিষ্ট দ্রৌপদীর মনে
স্নেহ ক্ষমা দয়া অপগত। কিন্তু আজো পাণ্ডবের
জয় অনিশ্চিত। শুধু বহুবর্ষ ব্যাপী অন্যায়ের
প্রতিরোধে দাঁড়ায়েছে জাগ্রত পাণ্ডব, এ-ই মাত্র
অন্তিম সান্ত্বনা।

অর্জুন

নহে অনিশ্চিত কৃষ্ণা, জানি জয়
আমাদেরি। শ্রীকৃষ্ণ সারথি যেথা, যেথা ধনঞ্জয়
রথী, ভীম বীর সৈন্য পুরোভাগে, আর যুধিষ্ঠির
যে পক্ষের অধিনেতা, বিজয় সে পক্ষে কৃষ্ণা স্থির।

যুধিষ্ঠির

মিথ্যা এ দম্ভের আত্মপ্রতারণা। সব্যসাচী, যদি
শ্রেষ্ঠ শৌর্য আর অস্ত্রে মানুষের অন্তর অবধি
করা যেত বশীভূত, তবে মিথ্যা হোত সৃষ্টি, আর

BANGLADARSHAN.COM

ব্যর্থ হোত শাশ্বত জীবন। মানুষের অধিকার
পাশব শক্তির বশ্য নহে। বীরত্বের যে গৌরবে
প্রতিপক্ষে দেখ তুমি হীন, সে-গর্বেই তো কৌরবে
ঘিরে আছে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা। তবু জানি
বিশ্বজয়ী যত রথীবৃন্দ কৌরবের–হোক জ্ঞানী,
হোক পূজনীয়, তবু আত্মার সহায়হীন তারা।

অর্জুন

সংশয় কি আছে তবে জয়ে?

যুধিষ্ঠির

নহে পার্থ। দিশাহারা
ভ্রান্ত যেই জানে না নিজের সত্য, সেই বারংবার
হয় পরাজিত। জানি আমি আমাদের এ-যাত্রার
লক্ষ্য কল্যাণের, তাই জয় আমাদেরি। এ সংগ্রামে
ঘটে যদি অসম্ভব, হত হয় পার্থ, যার নামে
রক্ষ প্রকম্পিত সেই ভীম যদি করে আত্মদান,
যুধিষ্ঠির মরে যদি, তবু সর্ব মানব কল্যাণ
এ-সংগ্রামে সুনিশ্চিত ফল। পাপী যে, পার্থিব জয়
পার্থিব সমৃদ্ধি তার বারে বারে ভূলুণ্ঠিত হয়
আপন আত্মার পদাঘাতে।

অর্জুন

জয় তবে সুনিশ্চিত।
হে অগ্রজ, শুধু নয় গাণ্ডীব সহায়; সত্যাশ্রিত
পাণ্ডব আজিকে। ধর্ম যদি চিরজয়ী, ধ্রুব তবে
পাণ্ডবের রাজ্যলাভ।

দ্রৌপদী

রাজ্য-উপভোগ পুনরায়,
সর্বদুঃখ অবসান, সর্ব অপমান স্বপ্নপ্রায়
হবে অপগত। কী তৃপ্তি সে! সে কী সুখ!

BANGLADARSHAN.COM

যুধিষ্ঠির

তৃপ্তি বটে,

নহে সে সার্থক জিঘাংসার! কহ অকপটে

কৃষ্ণা, সিংহাসন সুখ দিতে পারে?

দ্রৌপদী

তবে কি বিজয়

পার্থিব সমস্ত সার্থকতা হতে চ্যুত?

যুধিষ্ঠির

তাও নয়,

পৃথিবীর মানবের সুখ শুধু রহে প্রাণে প্রাণে

সুকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে। কুরুক্ষেত্র অবসানে

সে কর্মের সমাপ্তি, সে প্রাণে কর্তব্যের পুরস্কার

মহাশান্তি। আর কোনো কাজ নেই।

অর্জুন

তবে রাজ্য আর

প্রজা রক্ষা, সিংহাসন, রাজধর্ম, সে কি ত্যজনীয়?

BANGLADARSHAN.COM

যুধিষ্ঠির

রাজধর্ম যন্ত্রধর্ম। সামান্যের যোগ্য তাহা প্রিয়,

নহে কভু লক্ষ্যস্থল তোমার আমার।

অর্জুন

এর পরে?

যুধিষ্ঠির

এর পর মানবের কল্যাণের তরে প্রয়োজন

ধর্ম রক্ষা, তার পরে মহাত্যাগ। এ শত্রু হনন

নহে শুধু স্বার্থসিদ্ধি তরে এই সত্য প্রমাণিতে

প্রয়োজন ত্যাগ আর মহাপ্রস্থানের। পৃথিবীতে

তাই ধ্রুব, যে কীর্তির মূল লোভ আর মোহমদে

খোঁজে না শিকড়।

অর্জুন

সত্যদ্রষ্টা আর্য, প্রণিপাত পদে॥

এপ্রিল ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# চুরি

আলস্য-বিলাসে বুঝি কিছু নেশা জমেছিল বুকে,
সে-দুর্বল মনে তুমি কেন এলে অনধিকারিণী?
অতিদূর অভিসার রজনীর কঙ্কন-কিঙ্কিনি
এখনো তোমার মোহ বারংবার ভাঙে সকৌতুকে?
তোমারে গ্রহণ ক'রে কোথা রাখি?—দুর্গম সম্মুখে
কণ্টকের অভ্যর্থনা; প্রতিহিংস্র স্মৃতি-মায়াবিনী
ঈর্ষায় জাগ্রত,—জানি এ-জীবন তারি ঋণে ঋণী;
কাম্যের সপত্নী স্মৃতি ঘৃণা করে এ নব-বধূকে।

তোমারেই ভালোবাসি। সত্য আজ শোনায় চাতুরি
বহুপ্রণয়ের জালে আবদ্ধ অতীত-ক্রীত মনে।
সঙ্গমাত্র আহরণ, তারপর তোমারে ফেরাই।
স্মরণের অবরোধ ছিন্ন ক'রে যতটুকু পাই
তোমার সান্নিধ্যে আসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত চয়নে
দুর্লভ তোমার সাথে হৃদয়ের খেলি লুকোচুরি॥

২৪ মে ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# আমি

রাত্রি আর প্রভাতের মধ্যবর্তী দুর্জ্ঞেয় সেতুর
অন্ধকার প্রান্তে আমি সম্মুখ-পথিক,
হেমন্ত উড্ডীন যেন শ্যামাকীট, ভ্রান্ত-দিগ্বিদিক,
শূন্য আস্ফালনে সুচতুর।

আমি ভোগী গৃধ্নু, তবু নমস্য শ্রদ্ধেয়,
আমি স্বর্গচ্যুত দেব, পাপ তবু সহায় আমার,
জোনাকির আলোবৎ সৌরদীপ্তি আমারি আত্মার,
আমার নিন্দিত যা তা অবশ্যই হেয়।

আমি সত্যবেত্তা, আমি মান্য ও মানিত,
আমি সুখ শান্তিদাতা ভবিষ্যতে, বর্তমানে যদি
আমার ইঙ্গিতে দুঃখ-দুর্দশার চূড়ান্ত অবধি
অন্যলোকে ভোগ করি' মোরে করে প্রীত।

আমি অন্ধ, তবু আমি পথের নির্দেশ করি দান,
হিংস্র আমি, শান্তি তবু আমারি কবলে,
একা আমি, তবু শ্রেষ্ঠ নির্বোধের দলে।
মানব-আত্মারে আমি যথা-ইচ্ছা করি অপমান।

সৌন্দর্যের ধ্বংসকারী, বিবেকের নিষ্ঠুর বিজেতা,
তবু আমি হৃদয়ের ঐশ্বর্যের একক ভাণ্ডারী,
দুর্বল, তথাপি আমি পৃথিবীরে ছিঁড়ে দিতে পারি,
আমি নেতা॥

আগস্ট ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# কবিকণ্ঠ

স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি মাঝে মাঝে করি অতিক্রম,
আহার-মৈথুন-নিদ্রা-বিবর্জিত অনাবেগ দেশে।
বিদ্বেষ-জিঘাংসা স্বার্থে সুগঠিত শতঘ্নী বল্লম
যেখানে নিরর্থ সবি, কখনো কখনো সেথা এসে
বীতরাগে বীতভয়ে এ-সংসারে করিতে বিচার
মৃত্যুর প্রচ্ছায়ে বসি’ মুক্তি যদি পাই মুহূর্তেক,
ধন্য তবে কবি-জন্ম, ধন্য সত্য পানে অভিসার,
অর্ধ আত্মা পাপী যদি, পাপাতীত এখনো অর্ধেক।

হিংসার দেখেছি নগ্ন বিষদন্ত, দম্ভোদর-স্ফীতি,
ভ্রাতৃরক্তে কলংকিত সিংহনাদ শুনেছি বিস্ময়ে,
রাক্ষসী-ধর্মের ভক্ষ্য দেখি আজ স্নেহ-প্রেম-প্রীতি,
মনুষ্যত্ব ধর্মভ্রষ্ট, তবু বাঁচি এ সম্বল লয়ে।
আজো প্রাণে আশা জাগে, মেঘাচ্ছন্ন নিশ্ছিদ্র অমারো
অন্তিম বিনাশ আছে ঊষার আরক্ত চিতাগ্নিতে,
জীবনের প্রাপ্য যত লুপ্ত আজ শেষ চিহ্ন তারও,
তথাপি প্রাণের দীপে যত আলো সবি হবে দিতে।

মানুষের প্রাণে গড়ি’ মানুষের প্রাণের জল্লাদ,
ক্ষণধ্বংসী রাজ্য করি’ উপভোগ গ্লানিময় সুখে,
মানুষের ধর্মে জন্মি’ ধর্মদ্রোহে করি সিংহনাদ,
তথাপি, মানুষ ব’লে, কিছু প্রীতি আজো বহি বুকে।
সেটুকু সম্বল শুধু যুগান্তের এ হিংস্র নিশায়–
সেটুকু শাশ্বত হোক কবিকণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদে,
কৃষ্ণযুগে জন্ম যার, এই ব্রত বহে সে আত্মায়,
তারি কণ্ঠে বাঁচে আলো অন্ধকারে বিশ্ব যবে কাঁদে।

আমরা পীড়িত ক্লিষ্ট সঙ্গীহীন; তথাপি আমরা
স্নেহ প্রীতি সখ্য নিয়ে কাব্য রচি, এ মোদেরি কাজ।
আমরা জানি না রাজা ধর্ম কিংবা শাস্ত্র ভাঙা-গড়া,

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়ের ধর্ম জানি, স্নিগ্ধ মুগ্ধ প্রণয়ে নিলাজ।
প্রাণের প্রস্তর যুগে যদি পারি কখনো পাষাণে
মনুষ্যধর্মের অনুশাসনের লিপি দিতে এঁকে,
তবেই সার্থক জন্ম, মৃত্যুজয়ী তৃপ্তি হবে প্রাণে
তবেই নির্দোষ মোরা নিরপেক্ষ নির্মম বিবেকে।

হে কবি, আহ্বান করি, মনুষ্যত্ব পিষ্ট ক্লিষ্ট যবে
তব ক্ষীণ কণ্ঠে আনো জীবনের অধিকার দাবি,
জীবন সংগ্রাম যদি, বলো এই জীবন-আহবে
একমাত্র অস্ত্র মোর আনন্দের মঞ্জুষার চাবি।
বলে কিংবা স্বার্থে কারো মানি না বিকৃত অধিকার
পৃথিবীরে ভুঞ্জিবার কুঞ্জে মম গড়িতে শ্মশান;
বলো—‘আমি ভালোবাসি’ এই মন্ত্র কবচ আত্মার,
জীবনে যে হিংসা আনে প্রেমেরে সে করে অপমান॥

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# হার-জিৎ

দিকে দিকে চিৎকার–
জিৎ কার? জিৎ কার?

প্রকৃতির পরাজয়, পরাজয় সত্যের,
নরকের কাছে আজ পরাজয় মর্তের,
হার আজ আমাদের সকলের পক্ষে,
মানবতা পরাজিত সবার অলক্ষ্যে,
শান্তির পরাজয়, পরাজয় তৃপ্তির,
অন্তরে পরাজয় বুদ্ধির দীপ্তির।
কোনোখানে জিৎ নেই, কারো নেই জিৎ আর,
তবু শুনি চিৎকার!

হার সব ধর্মের, হার যত সখ্যের,
প্রীতি আজ রূপ নেয় দিশাহারা ভক্ষ্যের
হার হয় আমাদের, তোমরাও হারো আজ,
কেন যে জেতার নেশা, খোঁজ নেই তারো আজ।
তবু শুনি চিৎকার–
জিৎ কার? জিৎ কার?

শয়তান পাশা খেলে, ঘুঁটি হয়ে মরি রোজ,
ঝল্‌সে নরম মন নরকের বসে ভোজ।
আমরা কেবলি মরি, বার বার হেরে যাই,
জেতার নেশায় তবু বার বার তেড়ে যাই।
আমাদেরি মারি, দিই হারিয়েও নিজেদের,
তবুও কাটে না নেশা জেতবার এ জেদের।
তবু করি চিৎকার–
জিৎ কার? জিৎ কার?

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

# বৈরাগ-যোগ

রিক্ততার গৈরিকেই স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের স্তুতি,
সম্পদের ঠুলি খুলে চোখে দেখি দ্যাবাপৃথিবীরে।
ইন্দ্রিয়-সম্বল দেহে ভোগের রোমাঞ্চ আসে ফিরে;
প্রাণ-যজ্ঞে সিদ্ধি আনে সঞ্চয়ের নিঃশেষ আহুতি।

যদি আজ নিঃস্ব আমি সঙ্গীচ্যুত, বিশ্বের বিভূতি
সত্তায় জড়ায়ে আছে সন্ন্যাস-ভস্মের মতো ঘিরে,
প্রাপ্তির বন্ধন খুলে নিঃস্বতার নগ্ন বিস্তৃতিরে
আত্মায় আয়ত্ত ক'রে প্রাণে লভি নব অনুভূতি!

মাটির পৃথিবী আর নীলাকাশ, কান্তার-প্রান্তর,
পুষ্পময় অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রের কৃচিৎ ইসারা,
পঞ্চেন্দ্রিয় পুষ্পপাত্রে চয়নের খুঁজি অবসর
আয়ুর পরিধি-বদ্ধ এ-জীবনে কভু পেলে ছাড়া।
কখনো আশ্রয়চ্যুত যদি পাই নিঃস্বতার বর
মুহূর্তে উন্মুক্ত হয় সংসারের অবরুদ্ধ কারা॥

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥